KHARDAH MUNICIPALITY
ESTD-1920
North 24-Parganas

খড়দহ পুরসভা

বি. টি. রোড, খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা

বাজেট অধিবেশন

২০১৯-২০ আর্থিক বছর

সভায় উপস্থিত সমস্ত কাউন্সিলরবৃন্দ ও আধিকারিকবৃন্দের সামনে আমি ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরের বাজেট পেশ করছি ।

KHARDAH MUNICIPALITY ESTD-1920 North 24-Parganas

এস্টাবলিসমেন্ট-I দপ্তর

ঃঃ বর্তমান আর্থিক বছর ২০১৮-১৯ সালে ঃঃ

➢ বেতন ঃ

বেতন বাবদ গ্র্যান্ট পাওয়া গেছে ৪,৩২,৭৭,৮২১.০০ টাকা

- ✓ স্থায়ী কর্মচারীদের বেতন বাবদ খরচ হয়েছে **৫,২৮,৩৮,০১৭.০০ টাকা**
- ✓ অস্থায়ী কর্মচারীদের বেতন, পি. এফ., টিফিন ভাতা, এক্সট্রা টাইম এবং সাইকেল অ্যালাওয়েন্স ভাতা বাবদ মোট খরচ হয়েছে **১,৩৪,৮৮,২৪৫.০০ টাকা**

➢ **পুরপ্রধান, উপ-পুরপ্রধান ও অন্যান্য কাউন্সিলার এবং কার্যনির্বাহি আধিকারিক ও অর্থ আধিকারিক ঃ**

- ✓ পুরপ্রধান, উপ-পুরপ্রধান এবং অন্যান্য কাউন্সিলারদের রেমুনারেসন, মিটিং অ্যালাওয়েন্স এবং টেলিফোন অ্যালাওয়েন্স বাবদ খরচ হয়েছে **৯,৯০,৪৫০.০০ টাকা**
- ✓ কার্যনির্বাহি আধিকারিক এবং অর্থ আধিকারিকের টেলিফোন অ্যালাওয়েন্স বাবদ খরচ হয়েছে **৭,২০০.০০ টাকা**

➢ পেনসন ঃ

পেনসন বাবদ গ্র্যান্ট পাওয়া গেছে ৪০,৪৮,৯১১.০০ টাকা

- ✓ পেনসন বাবদ খরচ হয়েছে **১,২৮,২৪,৮৭৩.০০ টাকা**
- ✓ ফ্যামিলি পেনসন বাবদ খরচ হয়েছে **৭৪,৩৭,৯৮৬.০০ টাকা**
- ▪ ***মোট পেনসন এবং ফ্যামিলি পেনসন বাবদ খরচ হয়েছে ২,০২,৬২,৮৫৯.০০ টাকা***

➢ অন্যান্য খরচ ঃ

❖ **সমব্যাথী**

- ✓ সমব্যাথী স্কিমে গ্র্যান্ট পাওয়া গেছে **১০,০০,০০০.০০ টাকা** এবং খরচ হয়েছে **৮,৩৪,০০০.০০ টাকা** (১২-০২-২০১৯ পর্যন্ত)

❖ **উৎসব**

- ✓ ছাত্র-যুব উৎসবে গ্র্যান্ট পাওয়া গেছে এবং খরচ হয়েছে **১,১০,০০০.০০ টাকা**
- ✓ বিবেক চেতনা উৎসবে গ্র্যান্ট পাওয়া গেছে এবং খরচ হয়েছে **৩০,০০০.০০ টাকা**
- ✓ সুভাষ উৎসবে গ্র্যান্ট পাওয়া গেছে এবং খরচ হয়েছে **২০,০০০.০০ টাকা**

ঃঃ আগামী আর্থিক বছর ২০১৯-২০ সালে ঃঃ

➢ বেতন ঃ

বেতন বাবদ গ্র্যান্ট ধরা হচ্ছে ৪,৪০,০০,০০০.০০ টাকা

- ✓ স্থায়ী কর্মচারীদের বেতন বাবদ খরচ ধরা হচ্ছে **৫,৪৯,৩২,৯৪২.০০ টাকা**
- ✓ অস্থায়ী কর্মচারীদের বেতন, পি. এফ., টিফিন ভাতা, এক্সট্রা টাইম এবং সাইকেল অ্যালাওয়েন্স ভাতা বাবদ মোট খরচ ধরা হচ্ছে **২,০০,০০,০০০.০০ টাকা**

➢ পুরপ্রধান, উপ-পুরপ্রধান ও অন্যান্য কাউন্সিলার এবং কার্যনির্বাহি আধিকারিক ও অর্থ আধিকারিক ঃ

- ✓ পুরপ্রধান, উপ-পুরপ্রধান এবং অন্যান্য কাউন্সিলারদের রেমুনারেসন, মিটিং অ্যালাওয়েন্স এবং টেলিফোন অ্যালাওয়েন্স বাবদ খরচ হবে **৯,৯০,৪৫০.০০ টাকা**
- ✓ কার্যনির্বাহি আধিকারিক এবং অর্থ আধিকারিকের টেলিফোন অ্যালাওয়েন্স বাবদ খরচ হবে **৭,২০০.০০ টাকা**

➢ পেনসন ঃ

পেনসন বাবদ গ্র্যান্ট ধরা হচ্ছে ১,০৬,৫৬,০০০.০০ টাকা

- ✓ পেনসন বাবদ খরচ ধরা হচ্ছে **২,৩৫,০০,০০০.০০ টাকা**
- ✓ ফ্যামিলি পেনসন বাবদ খরচ ধরা হচ্ছে **৩১,৪০,০০০.০০ টাকা**
- ▪ ***মোট পেনসন এবং ফ্যামিলি পেনসন বাবদ খরচ ধরা হচ্ছে ২,৬৬,৪০,০০০.০০ টাকা***

➢ অন্যান্য খরচ ঃ

❖ **সমোব্যাথী**

- ✓ সমোব্যাথী স্কিম গ্র্যান্ট ধরা হচ্ছে **১০,০০,০০০ টাকা**

❖ **উৎসব**

- ✓ ছাত্র-যুব উৎসব গ্র্যান্ট ধরা হচ্ছে **১,১০,০০০.০০ টাকা**
- ✓ বিবেক চেতনা উৎসব গ্র্যান্ট ধরা হচ্ছে **৩০,০০০.০০ টাকা**
- ✓ সুভাষ উৎসব গ্র্যান্ট ধরা হচ্ছে **২০,০০০.০০ টাকা**

উল্লেখযোগ্য কর্মদ্যোগ ঃ

আপনারা জেনে খুশি হবেন খড়দহ পুরসভার সমস্ত স্থায়ী কর্মচারিদের IOSMS (Integrated Online Salary Management System) এর আওতায় আনা হচ্ছে যা আগামী ২০১৯-২০ আর্থিক বছর থেকে কার্যকরী হবে বলে মনে করা হচ্ছে । ইতিমধ্যেই আমরা অধিকাংশ কর্মচারীর নথি এর মধ্যে নিবন্ধ করেছি এবং DLB (Directorate of Local Bodies) তে পাঠিয়েছে অনুমোদনের জন্য । এই system এ প্রত্যেক স্থায়ী কর্মচারির কর্মজীবনে ঢোকার দিন থেকে অবসর নেওয়ার দিন পর্যন্ত সমস্ত নথি অন্তর্ভূক্ত হবে যথা ঃ

- ✓ **Payroll Management**
- ✓ **Leave Management**
- ✓ **Service Book Management** etc.

ইতিমধ্যেই খড়দহ পুরসভা DPPG (The Directorate of Pension, Provident Fund & Group Insurance) এর তৈরী করা e-Pension Online system থেকে Pensioner দের PPO (Pension Payment Order) এর copy বার করা হচ্ছে । এরজন্য নতুন করে PPO copy আনার জন্য DLB (Directorate of Local Bodies) তে যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না ।

আমি এই সভায় পুরসভার সমস্ত casual consolidate payee worker-দের জন্য ১লা এপ্রিল, ২০১৯ থেকে ১,০০০.০০ টাকা করে বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখছি ।

এস্টাবলিসমেন্ট-II দপ্তর

ঃঃ বর্তমান আর্থিক বছর ২০১৮-১৯ সালে ঃঃ

➢ SUDA থেকে NSAP Beneficiary, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা (৮০ বৎসর বয়সের উর্দ্ধে) এবং প্রতিবন্ধি ভাতা বাবদ ২০১৮-১৯ সালে যে টাকা পাঠিয়েছে তার হিসাবটি নিম্নরুপ ঃ

বার্ধক্য ভাতা বাবদ এসেছে ৩,৪৮,০০০.০০ টাকা (৮৭০ জন x ৪০০.০০ টাকা)

- ✓ বার্ধক্য ভাতা বাবদ খরচ হয়েছে **৩,১৯,২০০.০০ টাকা** (৭৯৮ জন x ৪০০.০০ টাকা)

বার্ধক্য ভাতা (৮০ বৎসর বয়সের উর্দ্ধে) বাবদ ফান্ড এসেছে ১,৬৮,০০০.০০ টাকা (১৬৮ জন x ১,০০০.০০ টাকা)

- ✓ বার্ধক্য ভাতা (৮০ বৎসর বয়সের উর্দ্ধে) বাবদ খরচ হয়েছে **১,৫১,০০০.০০ টাকা** (১৫১ জন x ১,০০০.০০ টাকা)

বিধবা ভাতা বাবদ এসেছে ৪,৭১,৬০০.০০ টাকা (৭৮৬ জন x ৬০০.০০ টাকা)

- ✓ বিধবা ভাতা বাবদ খরচ হয়েছে **৪,৫৩,০০০.০০ টাকা** (৭৫৫ জন x ৬০০.০০ টাকা)

প্রতিবন্ধি ভাতা বাবদ এসেছে ১৮,০০০.০০ টাকা (৩০ জন x ৬০০.০০ টাকা)

- ✓ প্রতিবন্ধি ভাতা বাবদ খরচ হয়েছে **১৮,০০০.০০ টাকা** (৩০ জন x ৬০০.০০ টাকা)

আপনারা জানেন যে, সমস্ত ভাতা প্রাপকদের জীবন-নথি সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং প্রকৃত ভাতা প্রাপকদের সংখ্যাও এর মাধ্যমে নির্ধারন করা যাবে ।

P. W. D. দপ্তর

ঃঃ বর্তমান আর্থিক বছর ২০১৮-১৯ সালে ঃঃ

➢ **কালেকশন বাবদ আয় ঃ**

- ✓ বিল্ডিং প্ল্যান ফিস্ কালেকশন বাবদ আয় হয়েছে **১২,৬৩,৪১৯.০০ টাকা**
- ✓ ফ্ল্যাট ফিস্ কালেকশন বাবদ আয় হয়েছে **৭০,১০,৩৭৩.০০ টাকা**
- ✓ মিসলেন্সিয়াস কালেকশন বাবদ আয় হয়েছে **২৫,০৯,৩৩০.০০ টাকা**
- ✓ সাইট প্ল্যান কালেকশন বাবদ আয় হয়েছে **২,৬৫,৭৯৮.০০ টাকা**

➢ **ফান্ড পাওয়া গেছে ঃ**

- ✓ 14th Finance ফান্ড বাবদ পাওয়া গেছে **৬,৩২,৮২,৯৪৬.০০ টাকা**
- ✓ MLA ফান্ড বাবদ পাওয়া গেছে **৭৮,০৯,৮৯৮.০০ টাকা**
- ✓ MP ফান্ড বাবদ পাওয়া গেছে **২২,৫৩,৫৬৮.০০ টাকা**
- ✓ MP Rajyasava ফান্ড বাবদ পাওয়া গেছে **৪,৭৬,০৩৫.০০ টাকা**

ঃঃ আগামী আর্থিক বছর ২০১৯-২০ সালে ঃঃ

➢ **কালেকশন বাবদ আয় ঃ**

- ✓ বিল্ডিং প্ল্যান ফিস্ কালেকশন বাবদ আয় ধরা হয়েছে **১৩,৬৪,৪৯২.০০ টাকা**
- ✓ ফ্ল্যাট ফিস্ কালেকশন বাবদ আয় ধরা হয়েছে **৭৫,৭১,২০৩.০০ টাকা**
- ✓ মিসলেন্সিয়াস কালেকশন বাবদ আয় ধরা হয়েছে **২৭,৫৩,৬৩২.০০ টাকা**

- ✓ সাইট প্ল্যান কালেকশন বাবদ আয় ধরা হয়েছে **২,৯২,৩৭৮.০০ টাকা**

➢ ফান্ড পাওয়ার আশা করা যায় ঃ

- ✓ 14th Finance ফান্ড বাবদ পাওয়ার আশা আছে **৩,৮৩,২৩,৯৪০.০০ টাকা**
- ✓ MLA ফান্ড বাবদ পাওয়ার আশা আছে **৮০,০০,০০০.০০ টাকা**
- ✓ MP ফান্ড বাবদ পাওয়ার আশা আছে **২৫,০০,০০০.০০ টাকা**
- ✓ MP Rajyasava ফান্ড বাবদ পাওয়ার আশা আছে **৫,৫০,০০০.০০ টাকা**

এর মধ্যে আর্থিক বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মদ্যোগ ঃ

- ✓ এই আর্থিক বছরের 14th Finance ও MP Fund থেকে আনুমানিক ৫০ এর অধিক C. C. Road ও ৫ থেকে ৭ টি Black top road তৈরী হয়েছে, ২০ বা তার অধিক Drain এর কাজ হয়েছে । এছারাও 14th Finance থেকে একটি Toilet Block এবং MLA Fund থেকে জলসত্র এর কাজও করা হয়েছে ।

Housing For All:

- ✓ ২০১৭-১৮ তে আমরা ৪৫০ টি বাড়ির প্রকল্প জমা দিয়েছিলাম এবং অনুমোদনও পেয়েছিলাম। তার সাপেক্ষে ২০১৮-১৯ আর্থিক-বৎসরে ১৫৪৩.৫৫ লক্ষ টাকা অনুমোদন হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে আমরা ২.৪৩ কোটি টাকা পেয়েছি। এই টাকার অধিকাংশটাই ব্যবহৃত হয়ে গেছে। আগামী আর্থিক-বৎসরে আমরা চুড়ান্ত পর্যায়ের বাকী টাকা অর্থাৎ ১৫৪১.০৭ লক্ষ টাকা পেয়ে যাব।
- ✓ বর্তমান আর্থিক-বৎসরে অনুমোদিত বাড়ির সংখ্যা ৬১০টি। এই প্রকলপের সব থেকে বেশী বাড়ির সংখ্যা এই বৎসর গৃহীত হয়েছে। এই সকল কাজ আগামী আর্থিক-বৎসরে টাকার জোগানের ওপর শুরু করা হবে ।

AMRUT:

- ✓ এই প্রকল্প থেকে ২০১৫-১৬ আর্থিক-বৎসরে দুটি উদ্যান উন্নয়নের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। যা বর্তমান আর্থিক-বৎসরে সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করা হয়। একটি উদ্যান ১১ নম্বর ওয়ার্ডে এবং অপরটি ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত। বর্তমানে দুটি উদ্যান জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।
- ✓ পরবর্তীকালে ২০১৬-১৭ আর্থিক-বৎসরে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ভাষা উদ্যানের আংশিক এলাকায় উদ্যান নির্মাণের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। বর্তমান আর্থিক-বৎসরে এটাও আমরা সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছি।
- ✓ বিগত বৎসরে অর্থাৎ ২০১৭-১৮ আর্থিক-বৎসরে ৮ নম্বর ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডে আরো দুটি উদ্যান তৈরীর জন্য অনুমোদন হয়েছে। বর্তমানে এর কাজ শুরু হতে চলছে।
- ✓ এছাড়া AMRUT প্রকল্পের অধীনে আমাদের খড়দহ শহরে পয়:প্রণালী (Sewerage) বাবদ ২০১৭-১৮ সালে ৭৫ কোটি টাকা অনুমোদন হয়েছে। এর মধ্যে ১৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, এই কাজ টি KMDA এর তত্ত্বাবধানে হয়েছে। ১ নম্বর থেকে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সমস্ত রাস্তায় পাইপ লাইন বসানো ও পাম্প হাউস এবং লিফটিং স্টেশনের কাজ সহ আনুষাঙ্গিক খরচও এই প্রকল্পে অনুমোদিত হয়েছে । **এর মধ্যে পুরসভার নিজস্ব শেয়ার ৫% বাবদ ৩,৭৫,০০,০০০.০০ টাকার মধ্যে 14th Finance থেকে ২ কোটি টাকা ধরা হচ্ছে, AMRUT এবং অন্যান্য ফান্ড থেকে বাকি টাকা ধরা হচ্ছে ।**

GREEN CITY:

- ✓ খড়দহ শহরের ২২টি ওয়ার্ডের সৌন্দর্যায়নের জন্য রাজ্য সরকারের GREEN CITY MISSION প্রকলপের কাজ বর্তমান আর্থিক বৎসরে শুরু করা হয়। আমরা এই ২২ টি ওয়ার্ডের সৌন্দর্যায়নের

KHARDAH MUNICIPALITY
ESTD-1920
North 24-Parganas

জন্য মোট ১৬.৬৯ কোটি টাকার ডি.পি.আর. Technical Vetting এর পর নগরোন্নয়ন দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছিল।

- ✓ পরবর্তী পর্যায়ে ৮১৫ লক্ষ টাকার কাজ e-Tender এর মাধ্যমে শুরু হয়ে গেছে।
- ✓ আগামী আর্থিক বৎসরে, এই প্রকলপের অধীনে শ্রী বলরাম সেবা মন্দির হাসপাতালের সৌন্দর্যায়ন ও বৈদ্যুতিক আলোক সজ্জার জন্য নির্ধারিত কাজ অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
- ✓ এ ছাড়া ২০২০ সালে পৌরসভার শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে পৌরসভার সামনে ''শতবর্ষ সভাকক্ষ'' নির্মানের জন্য বিস্তারিত বিবরন আমরা রাজ্য সরকারের কাছে জমা দিচ্ছি। আশা করি এই কাজ আমরা খুব শীঘ্র শুরু করতে পারব।
- ✓ ভাষা উদ্যান সংলগ্ন এলাকায় জেলা দপ্তরের প্রস্তাবে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য রাজ্য পর্যটন দপ্তরের আর্থিক অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- ✓ আমাদের এই প্রাচীন শহর খড়দহ গঙ্গার তীরে একদা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে তাঁর জীবনের বেশ কয়েকটা দিন অতিবাহিত করেছেন। আমরা সেই ঐতিহ্য কে স্মরন রেখে ঐ স্থানে '' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাংস্কৃতিক ভবন'' তৈরীর প্রস্তাব গ্রহন করেছি। উক্ত সথানটি কেনার জন্য আনুমানিক ৯০ লক্ষ টাকা ধার্য্য করে একটি ডি.পি.আর. তৈরী করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫০% অর্থাৎ ৪৫ লক্ষ টাকা পৌরসভা এবং বাকী ৫০% অর্থাৎ ৪৫ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকার ব্যয় করবে।
- ✓ ২০১১-১২ সালের আর্থিক বৎসরে খড়দহ পৌরসভার অধীনস্থ শ্মশ্মান ঘাটে একটি বৈদ্যুতিক চুল্লী নির্মাণ হয়েছিল। এর অধুনিকরনের জন্য ও একসাথে দুটি চুল্লী চালানোর জন্য Transformer এর পরিবর্তন এবং দূষণ নিয়ন্ত্রন পদ্ধতির আরো একটি ইউনিট প্রতিসথাপন এর জন্য প্রস্তাব রাখা হচ্ছে, এছাড়া মানুষের মৃতদেহ কে সাময়িক ভাবে সংরক্ষনের জন্য একটি Peace Heaven তৈরীর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই সব এর আনুষঙ্গিক কাজ হিসাবে ৫০লক্ষ টাকার ডি.পি.রআর. তৈরী করা হবে।
- ✓ খড়দহ পৌরসভার অধীনে সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত কলত্র, সমাজ সদন ও শরৎ সদন নামে তিনটি ভবন আছে। এর তিনটি বাড়ির আধুনিকরনের জন্য অনুমানিক খরচ হিসাবে ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে। তার জন্য ডি.পি.আর. বানানোর প্রস্তাব রাখা হচ্ছে।
- ✓ আমরা যেহেতু গঙ্গা নদীর পুর্বপ্রান্তের একটি পৌরশহর হিসাবে '' নমামী গঙ্গা'' এর অন্তভুক্ত হয়েছি, সেই ক্ষেত্রে KMDA এর ১২ কোটি টাকার একটি ডি.পি.আর. তৈরী করে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট দপ্তরে জমা করেছে। সেই প্রকল্প খড়দহ শহরের বিভিন্ন ঘাটের উন্নয়ন সহ পয়প্রনালী তৈরীর কাজও ধরা আছে।
- ✓ গঙ্গার তীরবর্তী এলাকায় আমাদের শহর অবস্থিত হওয়ায় ভাঙনের ফলে ১৩ টি ঘাটের ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আগামী বৎসরে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সেচ দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে শ্মশ্মান ঘাট থেকে রাসখোলা ঘাট পর্যন্ত মেরামতি করার জন্য একটি ডি.পি.আর. তৈরী হয়েছে আগামী বৎসরে সেচ দপ্তরের কাজ শুরু হবে। Nathupal ঘাটেও Protection এর কাজ KMDA কাজ শুরু করবে এর জন্য ৮ কোটি ৪০ লক্ষ্য টাকার টেন্ডার সম্প্রতি ডিপার্টমেন্টাল টেন্ডার কমিটিতে অনুমোদিত হয়েছে। এ ছাড়া খড়দহ খালের ও অসম্পুর্ন কাজ ও সেচ দপ্তর শুরু করবে।

জলবিভাগ দপ্তর

ঃঃ বর্তমান আর্থিক বছর ২০১৮-১৯ সালে ঃঃ

➢ **আয় ঃ**

- ✓ এই বছর Non Tax Revenue i.e. House connection charge, Road Restoration charge, Water tank charge etc. থেকে আয় হয়েছে **১৪,৬৫,৪৪৬.০০ টাকা**

KHARDAH MUNICIPALITY
ESTD- 1920
North 24-Parganas

✓ Water Charge থেকে আয় হয়েছে **১৪,৬১,৫৯০.০০ টাকা**

মোট আয় হয়েছে ২৯,২৭,০৩৬.০০ টাকা

➢ **খরচ ঃ**

❖ ১লা এপ্রিল ২০১৮ থেকে ৩১শে জানুয়ারী ২০১৯ পর্যন্ত জলবিভাগের খরচ হয়েছে **৯২,৩১,৮৭৭.০০ টাকা**

ঃঃ আগামী আর্থিক বছর ২০১৯-২০ সালে ঃঃ

✓ আগামী আর্থিক বছরে আনুমানিক খরচ **১,০০,০০,০০০ টাকা** ধরা হয়েছে

✓ আগামী আর্থিক বছরে জলের চার্জ ও অনান্য খাতে আনুমানিক আয় **৩৫,০০,০০০ টাকা** ধরা হয়েছে

✓ সম্প্রতি ESSL (Energy Saving Services Limited) আমাদের ১৬ টি পাম্প হাউসের পাম্পমটর গুলি পরিবর্তন করে নতুন পাম্পমটর বসাবে এর ফলে বিদ্যুৎ বিলের অনেক সাশ্রয় হবে

এই আর্থিক বছরে জলবিভাগ বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে ঃ

✓ রবীন্দ্রভবনের বেসমেন্ট, স্টেডিয়ামে জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও স্টেডিয়ামের ক্লাব হাউসে মোট ৩টি Water Cooler Cum Purifier বসানো হয়েছে

✓ রামকৃষ্ণ পার্কে একটি Deep Tube Well বসানো হয়েছে

✓ ১,৫০০ মিটার পাইপ কেনা হয়েছ

✓ ০১, ১৭ এবং ১৮ নং ওয়ার্ডে ১টি করে মোট ৩টি Hand Tube Well বসানো হয়েছে

✓ কলত্র অনুষ্ঠান গৃহে একটি চিমনি বসানো হয়েছে

✓ ৩৬ টি পাম্প হাউসের Renovation ও রং করার কাজ হয়েছে

✓ RNGG Road পাম্প হাউজে Voltage সমস্যার জন্য একটি Step Up Stabilizer বসানো হয়েছে

✓ বিভিন্ন Health Centre গুলিতে প্লাম্বিং ও স্যানিটেশন এর কাজ করা হয়েছে

বিদ্যুৎ দপ্তর

ঃঃ বর্তমান আর্থিক বছর ২০১৮-১৯ সালে ঃঃ

➢ **খরচ ঃ**

✓ ১লা এপ্রিল ২০১৮ থেকে ৩১শে জানুয়ারী ২০১৯ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভাগের খরচ হয়েছে **১,৮২,১১,০২০.০০ টাকা**

✓ CESC ও WBSEDCL এর বিদ্যুৎ বিল বাবদ খরচ হয়েছে **৩,৩৪,০০,০০০ টাকা**

✓ মিউনিসিপাল অফিসের বিল বাবদ খরচ হয়েছে **৩৪,০০,০০০ টাকা**

ঃঃ আগামী আর্থিক বছর ২০১৯-২০ সালে ঃঃ

✓ আগামী আর্থিক বছরে আনুমানিক আর্থিক খরচ ২৫,০০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে । (কারণ ESSL অধিগ্রহন করলে Street Light এর কোনো খরচ পুরসভা থেকে করতে হবে না)

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ হল ঃ

✓ ২৪টি Mini High Mast বসানো হয়েছে

KHARDAH MUNICIPALITY
ESTD-1920
North 24-Parganas

- ✓ ১১টি রাস্তার মূল সংযোগ স্থলে High Mast বসানো হয়েছে
- ✓ Health Centre গুলিতে লাইট, ফ্যান, ওয়ারিং এর কাজ করা হয়েছে
- ✓ Municipal Office এ পুরানো ওয়ারিং বাতিল করে নতুন করে ওয়ারিং করা হয়েছে

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই আর্থিক বছরে পুরসভার তহবিলে হাত না দিয়ে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা বিভিন্ন ফান্ড থেকে যেমন 3rd SFC, 14th Finance থেকে খরচ করা হয়েছে ।

খড়দহ শহরের Street light ও Highmast light গুলি LED lamp এ পরিবর্তন করার জন্য Urban দপ্তরের তত্ত্বধানে কেন্দ্রীয় সরকারের EECL এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে । আগামী বৎসর আনুমানিক পাঁচ হাজার পোলের lamp গুলি পরিবর্তন করে Led lamp বসানো হবে, এই সংক্রান্ত যা খরচ হবে তা Urban দপ্তরের Green City Mission প্রকলপের থেকে নেওয়া হবে । আশা রাখি, এই পরিবর্তনের ফলে পৌরসভার বৈদ্যুতিক বিলে ৪০% থেকে ৫০% সাশ্রয় হবে ।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে, পৌরসভার পৌরভবনে ও বিভিন্ন নিজস্ব ভবনে বৈদ্যুতিক খরচ সাশ্রয়ের জন্য Solar system প্রতিস্থাপিত করার জন্য প্রস্তাব রাখা হল । আগামী আর্থিক বৎসরে এর প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেওয়া হবে ।

জনস্বাস্থ্য দপ্তর

ঃঃ বর্তমান আর্থিক বছর ২০১৮-১৯ সালে ঃঃ

➢ **আয় (৩১-০১-২০১৯ পর্যন্ত) ঃ**

- ✓ এই আর্থিক বছরে জন্ম-মৃত্যু-শ্মশাণ সংশাপত্র, সেপ্টক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার, স্পেসাল ভ্যাট ও ট্রাকটর ট্রেইলার ভাড়া, অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া, শববাহী গাড়ী ভাড়া, শ্মশাণ ইত্যাদি বাবদ মোট আয় হয়েছে **৪৩,৯৪,৯৯৯.০০ টাকা**

আমাদের পৌরসভার সবচেয়ে বড় জলন্ত সমস্যা হচ্ছে কঠিন বজ্য পদার্থ ও তরল বজ্য পদার্থ কে সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করা । KMDA কঠিন বজ্য পদার্থ নিয়ন্ত্রনের জন্য একটি প্রস্তাব দিয়েছে । কিন্তু অপ্রতুল জায়গার জন্য এই প্রকল্পটি রূপায়িত করা যাচ্ছে না । তাই টিটাগড় পুরসভার সাথে যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্পটি বাস্তবিত করার জন্য আলোচনা করা হচ্ছে ।

একই সাথে আরো প্রস্তাব রাখছি যে, আগামি দিনে প্রতি নাগরিকের বাড়িতে পচনশীল ও অপচনশীল আবর্জনা রাখার জন্য দুটি করে ডাস্টবিন দেওয়া হবে এবং নিয়মটিকে আবশ্যক করতে হবে । পরবর্তী পর্যায়ে আমরা শহরের সমস্ত কঠিন পচনশীল আবর্জনাকে বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে সরাসরি প্রস্তাবিত Solid Waste Management Plant এ পাঠানো হবে । যাতে শহরে কোনো আবর্জনা স্তুপ না থাকে ।

National Green Tribunal Pollution Control এর নির্দেশমত ৫০ মাইক্রনের নীচে প্লাস্টিকের ব্যাগ ও থার্মকলের বাসনপত্র ব্যাবহার করা নিষেধ করতে হবে ।

উল্লিখিত কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে আমাদের আগামী দিনে আরো কিছু গাড়ি, Compactor, tractor, tractor trailor, rikshwa van, garbage, bin, handcart etc. আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য প্রস্তাব রাখছি ।

পৌরসভার অধীনে যত বেআইনী Flex, Banner, Hoarding গুলোকে খুলে নেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে ২০১৮-১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে Advertising fees বাবদ টাঃ ২,২৬,৯৮০.০০ জমা পড়েছে ।

আমাদের শহরের রাস্তায় বেআইনী ভাবে রাস্তা দখল করে ইমারতী দ্রব্য রাখার জন্য জরিমানা বাবদ ৯,০০০.০০ টাকা আদায় হয়েছে । বেআইনী Parking এর জন্য আরো ৬,০০০.০০ টাকা আদায় হয়েছে। বেআইনী ভাবে প্লাস্টিক ও থার্মোকলের বাসনপত্র ব্যাবহারের জন্য জরিমানা শুরু হয়েছে । যত্রতত্র ময়লা

আবর্জনা ফেললে, মলমূত্র ত্যাগ করলে বা বাড়ির পোষ্য জীবজন্তুকে মলমূত্র ত্যাগ করালে জরিমানার প্রস্তাব রাখা হয়েছে ।

- ✓ জনস্বাস্থ্য বিভাগের যেসমস্ত গাড়িগুলি ময়লা আবর্জনা বহন করে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলে, সেগুলি সঠিক সময়ে কাজ করছে কি না সেটা পরীক্ষা করার জন্য প্রতিটি গাড়িতে GPS SYSTEM Install করা হয়েছে ।
- ✓ জনস্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে প্রত্যেকটি মন্দির এবং প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান বাড়ীতে ৫০ মাইক্রনের নীচে প্লাস্টিক ব্যাগ,কাপ,গ্লাস এবং থার্মোকলের থালা,বাটি,গ্লাস ব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
- ✓ জনস্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে ১৫,১৬,১৭,১৮ এবং ২২ নং ওয়ার্ডে সিমেন্টের ভ্যাটগুলি ভেঙ্গে ফেলে পৌর ওয়ার্ডগুলিকে ভ্যাট মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।
- ✓ জনস্বাস্থ্য দপ্তরের উপর দায়িত্ব ছিল ডেঙ্গুর কাজ Monitoring করা। এই বিভাগ এত সুন্দরভাবে বছরের শুরু থেকে কাজ করেছে যে এই বছরে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বিগত বছরের তুলনায় কিছুটা হলেও কম করা সম্ভব হয়েছে।
- ✓ জনস্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে প্রত্যেকটি বিয়েবাড়ীতে ভ্যাট বুকিং বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। ফলে বিয়েবাড়ী সংলগ্ন পৌর এলাকাগুলি আগের তুলনায় অনেক বেশী পরিষ্কার থাকছে এবং ভ্যাট বুকিং বাবদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পৌর তহবিলে জমা পড়ছে যা আগামী দিনে পৌরসভার উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করবে ।

ঃঃ আগামী আর্থিক বছর ২০১৯-২০ সালে ঃঃ

- ✓ আগামী আর্থিক বছরে আনুমানিক আয় **৪৮,৩৪,৪৯৮.০০ টাকা** ধরা হয়েছে ।

সম্পত্তি কর নির্ধারণ এবং আদায় দপ্তর

ঃঃ বর্তমান আর্থিক বছর ২০১৮-১৯ সালে ঃঃ

➤ **আয় ঃ**

- ✓ **২০১৮-১৯ সালের মোট কালেকশন ১,৯৭,৯০,১২৭.০০ টাকা**
- ✓ এরমধ্যে এরিয়ার কালেকসন বাবদ ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত আয় হয়েছে **৬৬,৪৫,৭৭২.০০ টাকা**
- ✓ বিশেষ উদ্দোগ নেওয়ার ফলে ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে আগের প্রায় ৪-৫ বছর ধরে পড়ে থাকা বকেয়া কর আদায় প্রায় **২০,০০,০০০.০০ টাকা** করতে সক্ষম হয়েছি ।

ঃঃ আগামী আর্থিক বছর ২০১৯-২০ সালে ঃঃ

- ✓ Demand বাবদ ২০১৯-২০ সালে আয় হওয়ার আশা করা যায় **২,০২,০০,০০০.০০ টাকা**

উল্লেখযোগ্য কর্মদ্যোগ ঃ

কর আদায় দপ্তরে computerized software এর মাধ্যমে সম্পত্তি কর আদায়ের জন্য চারটি নতুন কম্পিউটার দেওয়া হয়েছে । বতর্মান আর্থিক বৎসরে ২৮শে জানুয়ারী থেকে আমরা computerized কর আদায় শুরু করেছি, আগামী আর্থিক বৎসর ২০১৯-২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে অনলাইনে সম্পত্তি কর নেওয়ার কাজ শুরু হবে । এই অত্যাধুনিক পরিষেবার মাধ্যমে খড়দহ পৌরসভার অর্ন্তগত প্রবাসীরাও বাড়ি থেকে সম্পত্তি করপ্রদান করতে পারবেন ।

ট্রেড লাইসেন্স দপ্তর

ঃঃ বর্তমান আর্থিক বছর ২০১৮-১৯ সালে ঃঃ

➢ আয় ঃ

- ✓ ট্রেড লাইসেন্স ফিস্ বাবদ উপার্জন হয়েছে **৪৬,৫২,৫৯৫.০০ টাকা** (৩১-০১-২০১৯ পর্যন্ত)
- ✓ অ্যাডভার্টাইযমেন্ট ট্যাক্স ফিস্ বাবদ উপার্জন হয়েছে **৫,৭২,৭৯৯.০০ টাকা** (৩১-০১-২০১৯ পর্যন্ত)

লাইসেন্স বিভাগে আয় বৃদ্ধির জন্য বর্তমান বৎসরে আর্থাৎ ২০১৮-২০১৯ সালে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে বোর্ডরে আনুমোদন সাপেক্ষে যা ১লা অক্টোবর থেকে কার্য্যকর করা হয়েছে :-

- ❖ গত বৎসরে আর্থাৎ ২০১৭-১৮ সালে ফর্ম বাবদ প্রায় ১,০০,০০০.০০ টাকা আদায় হয়েছিল । এই আয় দ্বিগুন করার লক্ষে ফর্মের মূল্য ২৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ টাকা করা হয়েছে ।
- ❖ কিছু কিছু Certificate of Enlistment u/s 118 এবং License u/s 201 এর nature of business এর ক্ষেত্রে রেট বাড়িয়ে আয় বৃদ্ধি করা হয়েছে ।
- ❖ কিছু কিছু ট্রেড লাইসেন্সের নবিকরনের (Reneual) ক্ষেত্রে Developments fees চালু করে আয় বৃদ্ধি করা হয়েছে ।
- ❖ অ্যাডভার্টাইযমেন্ট ট্যাক্সের ক্ষেত্রে Hoarding Board, Kiosk installation এর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় Sq. Ft. rate বৃদ্ধি ঘটিয়ে আয় বাড়ানো সম্ভব হয়েছে ।

ঃঃ আগামী আর্থিক বছর ২০১৯-২০ সালে ঃঃ

- ✓ ট্রেড লাইসেন্স ফিস্ বাবদ উপার্জন ধরা হয়েছে **৫৫,০০,০০০.০০ টাকা**
- ✓ অ্যাডভার্টাইযমেন্ট ট্যাক্স ফিস্ বাবদ উপার্জন ধরা হয়েছে **১০,০০,০০০.০০ টাকা**

পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ২০১৯-২০ সালে ট্রেড লাইসেন্স এবং অ্যাডভার্টাইযমেন্ট ট্যাক্স ফিস্ অনলাইনে চালু হবে বলে আশা রাখি ।

জাতীয় শহুরী জিবীকা মিশন (N. U. L. M.) দপ্তর

ঃঃ বর্তমান আর্থিক বছর ২০১৮-১৯ সালে ঃঃ

মোট খরচ হয়েছে ৩১,৯৪,৫০১.০০ টাকা (Utilization Certificate পাঠানোর হিসাব অনুযায়ী)

- ✓ স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের বই খাতা প্রকাশনা ইত্যাদি বাবদ খরচ হয়েছে **৩৯,৮৮৪.০০ টাকা**
- ✓ যাতায়াত ভাড়া বাবদ খরচ হয়েছে **৪০,০০০.০০ টাকা**
- ✓ Resource Organization (R. O.)-দের খরচ হয়েছে **৫৭,৫০০.০০ টাকা**
- ✓ ঋণ গ্রহীতাদের ভরতুকি বাবদ খরচ হয়েছে **৯২,১৬১.০০ টাকা**
- ✓ বিভিন্ন ট্রেনিং এর জন্য ট্রেনিং এজেন্সিদের খরচ হয়েছে **১৩,৬৬,২৫০.০০ টাকা**
- ✓ তথ্য শিক্ষা ও প্রচার বাবদ খরচ হয়েছে **৪৮,৭০৬.০০ টাকা**
- ✓ আধিকারিক ও কর্মচারীদের মাহিনা বাবদ খরচ হয়েছে **৮,৪০,০০০.০০ টাকা**
- ✓ স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের বিভিন্ন ট্রেনিং বাবদ খরচ হয়েছে **১,৪০,০০০.০০ টাকা**
- ✓ স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের আবর্তীয় তহবিল প্রদান হয়েছে **৫,৭০,০০০.০০ টাকা**

উল্লেখযোগ্য কর্মদ্যোগ

- ✓ ৭টি SHG কে GRADING এর আওতায় আনা হয়েছে এবং ব্যাঙ্ক থেকে আনুমানিক **১,৫০,০০০.০০ টাকা** CASH CREDIT-র বন্দোবস্ত করা হয়েছে ।
- ✓ এই বছরে মোট নূতন গোষ্ঠী তৈরী হয়েছে জানুয়ারী ২০১৯ পর্যন্ত ১৯ টি ।
- ✓ CITY LIVELYHOOD CENTRE বা নগর জীবিকা কেন্দ্র খোলার জন্য অনুমোদন পাওয়া গেছে। খুব শীঘ্রই এই কেন্দ্র কার্যপ্রনালী পরিচালনা করতে শুরু করবে ।
- ✓ মোট ১০ টি GROUP এর GRADING এর কাজ সম্পূর্ণ করে ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে ।
- ✓ প্রায় ৪৫০০ মহিলা যারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত তাদের পরিচয় DETAIS ONLINE PORTAL তোলা ও আধার সংযুক্তি করণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে ।
- ✓ ৩ টি AREA LEVEL FEDERATION (ALF) গঠিত হয়েছে ও Registration হয়েছে ।
- ✓ ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক কর্মদ্যোগে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েদের অংশ গ্রহন খুবই গুরুত্বপূর্ন ।

মিড-ডে-মিল দপ্তর

ঃঃ বর্তমান আর্থিক বছর ২০১৮-১৯ সালে ঃঃ

এই বছরে মিড-ডে-মিল দপ্তরের খাতে প্রাপ্ত আর্থিক অনুদান ২৪,৯৯,৭০৫.০০ টাকা
আর্থিক বছরে আরো অনুদান আসতে পারে **২৪,৩৬,০৭৫.০০ টাকা**

- ✓ আর্থিক বছরে মিড-ডে-মিল বাবদ খরচ হয়েছে **৪৮,০৪,৩১২.০০ টাকা**

Public Health দপ্তর

ঃঃ বর্তমান আর্থিক বছর ২০১৮-১৯ সালে ঃঃ

- ✓ ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে স্বাস্থ্কর্মীদের মাসিক বেতন, বাড়ীভাড়া, ঔষধ ও অনান্য বাবদ- মোট পাওয়া গেছে ৪৯,৩৩,০০০.০০ **টাকা** ।
- ✓ উক্ত টাকা স্বাস্থ্য-কর্মীদের বেতন, বাড়ীভাড়া, পূজা বোনাস ও অন্যান্য বাবদ খরচ হয়েছে ।
- ✓ পরবর্তী বৎসরে অর্থাৎ ২০১৯-২০২০ সালে স্বাস্থ্য পরিসেবার ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য খরদহ পৌরসভায় আরও ৭৪ জন স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে, উক্ত কর্মীদের ২২ টি ward এর বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়োগ করা হবে, যাহাতে খরদহ পৌর এলাকায় স্বাস্থের দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত হয় এবং ডেঙ্গুর কাজের যথেষ্ট উন্নত করা যায় ।

ঃঃ আগামী আর্থিক বছর ২০১৯-২০ সালে ঃঃ

- ✓ আগামী আর্থিক বছরে স্বাস্থ্য-কর্মীদের বেতন, বাড়ীভাড়া ইত্যাদি অন্যান্য খাতের মোট খরচ ধরা হচ্ছে **১,৬৯,০০,০০০.০০ টাকা** ।

NUHM

ঃঃ বর্তমান আর্থিক বছর ২০১৮-১৯ সালে ঃঃ

- ✓ বিগত আর্থিক বছরে কর্মীদের মাহিনা, বোনাস ,ঔষধ, স্বাস্থ্য শিবির এবং অন্যান্য খরচ বাবদ ২১,৫০,০৬২.০০ টাকা খরচ হয়েছে।

❖ ২০১৮-১৯ সালে আর্থিক বছরে NUHM এর অন্তর্গত স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলিতে রোগী পরিষেবা উন্নত করা হয়েছে ।
❖ স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার জন্য বিনামুল্যে ঔষধ দেবার ব্যবস্থা আছে ।
❖ প্রতিদিন চিকিৎসক বসছেন চিকিৎসা করার জন্য ।
❖ বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির গুলিতে ডায়াবেটিস, জ্বর, রক্তচাপ জনিত রোগের চিকিৎসা ও বিনামুল্যে ঔষধ ও রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

ঃঃ আগামী আর্থিক বছর ২০১৯-২০ সালে ঃঃ

আগামী আর্থিক বছরে জেলা থেকে কিছু কর্মী নিয়োগ হতে পারে এবং বিগত বছরের থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করবার জন্য **৫০,০০,০০০.০০ টাকার** প্রয়োজন হবে ।

RBSK FUND

ঃঃ বর্তমান আর্থিক বছর ২০১৮-১৯ সালে ঃঃ

➢ **২০১৮-১৯ সালে টাকা পাওয়া গেছে ঃ**

✓ গাড়ী, Jio Recharge, WIFS Reporting ইত্যাদি বাবদ ফান্ড এসেছে **১,৩৬,৬৫০.০০ টাকা**

➢ **২০১৮-১৯ সালে মোট খরচ হয়েছে ঃ**

✓ উক্ত টাকা গাড়ী, Jio Recharge, WIFS Reporting ইত্যাদি বাবদ খরচ হয়েছে ।

ঃঃ আগামী আর্থিক বছর ২০১৯-২০ সালে ঃঃ

✓ গাড়ী, Jio Recharge, WIFS Reporting ইত্যাদি বাবদ **মোট বরাদ্দ ধরা হচ্ছে ২,১৭,৫০০.০০ টাকা**

উল্লেখযোগ্য কর্মদ্যোগ ঃ

✓ পৌরসভার RBSK টিম ২০১৮-১৯ সালে অনেক বছরের ন্যায় আরো বেশী স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের বাচ্চা দের পরিষেবা দিয়েছে ।

সব স্কুল আয়রণ ট্যাবলেট খাওয়ানো চালু হয়েছে । একটি বাচ্চার বিনা খরচে হার্ট অপারেশন হয়েছে ।

❖ **আপনারা জানেন সেবাসদন হাসপাতালটির টেন্ডার করা হয়েছে এবং অনুমোদনের জন্য ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হয়েছে । অনুমোদিত হয়ে এলে এখান থেকেও পুরসভা প্রতিমাসে ২,৬৩,০০০.০০ টাকা আয় করতে পারবে ।**

:: ধন্যবাদ ::

===

Chairman
Khardah Municipality